১৩ বর্ষ ২য় সংখ্যা • মে ২০২৩ • আই.এস.এস.এন. ঃ ২২৭৮-৭৪৪৫

কাল থেকে কালাতীতের যাত্রানিপি
সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতি বিষয়ক চতুর্মাসিক

নিরন্তর

ছেচল্লিশের দাঙ্গা

৪৬-এর দাঙ্গার পশ্চাৎপট
একটি তুলসী গাছের কাহিনী
দাঙ্গা '৪৬: বঙ্গভঙ্গের বিষাদবৃক্ষে গণহত্যার কার্নিভাল
অন্তরলোকের খোঁজে ৪৬-এর দাঙ্গা
ইতিহাসে উপেক্ষিত: কলকাতার ট্রাম শ্রমিকদের দাঙ্গা প্রতিরোধ
দাঙ্গা দানবের মুখোমুখি
'সবই নেয়, নারীকেও নিয়ে যায়'
আজ তবে দাঙ্গা লিখি
এবং অন্যান্য নিয়মিত বিভাগ

নিরন্তর

কাল থেকে কালাতীতের সারালিপি
সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতি বিষয়ক চতুর্মাসিক
১৩ বর্ষ ২য় সংখ্যা মে ২০২৩ ISSN 2278-7445

আমাদের কথা (সম্পাদক) ৩

ছেচল্লিশের দাঙ্গা

'৪৬-এর দাঙ্গার পশ্চাৎপট : আশিস দত্ত ৬
একটি তুলসী গাছের কাহিনি : অঞ্জন সিকদার ১১
দাঙ্গা '৪৬: বঙ্গভঙ্গের বিষাদবৃক্ষে
গণহত্যার কার্নিভাল : পান্নালাল ভূঁইয়্যা ১৭
অন্তরলোকের খোঁজে '৪৬-এর দাঙ্গা:
দীপঙ্কর বাগচী ২৩
কলকাতা ট্রাম শ্রমিকদের দাঙ্গা প্রতিরোধ:
কৃশানু ভট্টাচার্য ২৮
দাঙ্গা দানবের মুখোমুখি : সুনন্দন রায় চৌধুরী ৩১
'সবই নেয়, নারীকেও নিয়ে যায়' : সুশান্ত পাল ৩৩
আজ তবে দাঙ্গা লিখি : তমাল সাহা ৩৬

কবিতা ৩৮-৪৩
দেবাশিস সাহা • সোনালী ঘোষ •
অমলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় • সৌম্য ঘোষ • অসীম দাস •
মলয় সরকার • আশিস দেবনাথ • বিপুল চক্রবর্তী •
শ্যামলকুমার বিশ্বাস • শোভন মণ্ডল •
অভিষেক গঙ্গোপাধ্যায় • সুদেষ্ণা নাগ •
জলালউদ্দিন আহমেদ • অরিজীৎ শূর • অবশেষ দাস •

গুচ্ছ কবিতা ৪৪-৪৭
অভিজিৎ ঘোষ • সন্তোষ মুখোপাধ্যায় •
বেবী সাউ • প্রবীর মণ্ডল •

গল্প ৪৯-৫৮
ওদের ভালো হোক : অ্যাঞ্জেলিকা ভট্টাচার্য
চিরসঙ্গী : গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়
শঙ্খিনী : শিবপ্রসাদ পাল
আমার বিনু খালা : মনি হায়দার

অণুভাবনা

৫৯ অভ্যস্ত পায়ের চেনা চটি : তটিনী দত্ত
৬০ ব্রেইন ফিভার : রত্নাকর মিত্র
৬১ বন্ধুত্বের শেষটা : সমৃদ্ধি সাঁতরা

প্রবন্ধ

৬৩ আবহমান সময়ের কবি-শামসুর রহমান : তৈমুর খান
৬৭ ভাষার রাজনীতি রাজনীতির ভাষা: তীর্থঙ্কর চন্দ
৭২ দুখবাদী বৈরাগী : শাশ্বতী ভট্টাচার্য
৭৫ গাথা সপ্তশতীতে-- জীবনের চিত্র : সুনীল শর্মাচার্য

বাংলা কবিতা: ফিরে দেখা

৭৭ জসীমউদ্দিন

বিশেষ রচনা

৮১ প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিতে অংক ও গণনা : সমর ভট্টাচার্য
৮২ জাতীয় বিপর্যয় এবং শ্রীপদ্মনাভ স্বামীর সম্পদ : ইন্দ্রনীল আইচ
৮৫ অভিকর্ষের আবিষ্কার : লিওনার্দো দা ভিঞ্চি: জ্যোতি চক্রবর্তী

বিস্মৃতি

৯০ বর্গী এল দেশে : দিব্যেন্দু সিংহরায়

সাম্প্রতিকী

৯১ দুর্নীতির পাহারাদার : গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়
৯২ বঙ্গীয় কুম্ভ : গৌতম চক্রবর্তী

পাঠকের কলম

৯৩ স্বাধীনতা সংগ্রামে বিবেকানন্দ : সাধন বিশ্বাস
৯৫ *স্মরণ* : সন্দীপ দত্ত : জয়ন্তকুমার ঘোষাল
৯৭ *গ্রন্থভাবনা*
বিধান সাহা • দেবজ্যোতি রায়
শতদল দেব • পান্নালাল ভূঁইয়্যা

চিত্র সূচি

মাহবুবুল হক ৪৮ • শৌভিক ঘোষ ৬২ • সুদীপ্ত বিশ্বাস ৮০

সম্পাদক : গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদকমণ্ডলী : আশিস দত্ত, পান্নালাল ভুঁইয়্যা, শিবপ্রসাদ পাল, ইমনকল্যাণ জানা

প্রকাশক : তটিনী দত্ত, **প্রচ্ছদ পরিকল্পনা:** অরিন্দম দে

বর্ণস্থাপন ও মুদ্রণ : করুণাপ্রেস, কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা

দপ্তর: ১) বি-৪/২৮৬, পো: কল্যাণী, **জেলা:** নদীয়া, **পিন:** ৭৪১২৩৫, **দূরভাষ:** ৯১৬৩২০৮২৪১
২) ডা: আশিস দত্ত, কোয়াড্রা মেডিক্যাল, ফিফথ্ ফ্লোর, ৫৩ হাজরা রোড, কলকাতা-১৯, দূরভাষ: ৯১৬৩৩০০৯১৩
ইমেল: nirantar.kalyani@gmail.com

আমাদের চোখে

'৪৬-এর দাঙ্গা' ইতিহাসের বুকে ১ লক্ষ ৮০ হাজার মানুষের লাশ নিয়ে জ্বলজ্বলে এক আর্তনাদ। একদিন যে দুটি মানুষ এক সাথে ফসল কাটত, নৌকো বাইত, একজনের রান্না অন্য জনের বাড়ি না পাঠিয়ে খেত না, একই ভাষায় সুখ-দুঃখের হাসি-কান্না, একজনের সন্তান হারালে অন্যের সন্তানকে আঁকড়ে বেঁচে থাকা, একই ক্লাসের দুই বন্ধু হাত ধরাধরি করে স্কুলে যাওয়া— তারাই একদিন একজন আরেকজনকে কুপিয়ে কেটে ফেলল। এতখানি বীভৎসা কি করে সম্ভব হল? শুধু ঈশ্বরকে কেউ আল্লা আর কেউ ভগবান বলে— শুধু এই পার্থক্যে? আমাদের রোজকার শ্রমে-বিশ্রামে, অসুখ বিসুখে আল্লা আর ভগবান কতটুকুই বা তার মুখ দেখায়? তাহলে? তাহলে কোন্ আদি অন্ধকার থেকে উৎসারিত এই পাশবিকতা?

৪৬-এর দাঙ্গা দৈবাৎ ঘটে গেল কখনই সম্ভব নয়। এর প্রেক্ষাপট যুগযুগান্তরের পথ বেয়ে আসছিল। বলা যায় এর যাত্রা শুরু সেই প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণ্য ধর্মের শাসন-সৃষ্ট বর্ণাশ্রমের জন্ম থেকে। বর্ণাশ্রমের পথে হিন্দু ধর্ম এসে দাঁড়াল দাসত্ব-কর্তৃত্বের সম্পর্ক নিয়ে পারস্পরিক ঘৃণার ইতিহাসে। আর সেই পদানত নিপীড়িত অন্ত্যজ জনগোষ্ঠী ভারতে ইসলামের প্রবেশে সাম্যের স্বীকৃতি আর মর্যাদা পেয়ে দলে দলে ধর্মান্তরিত হলো ইসলামে, বহুকালের দাসত্ব থেকে পেল সামাজিক মুক্তি, অর্থনৈতিক মুক্তি ছাড়াই। ভারতবর্ষ দু'ভাগ হয়ে গেল অতি সহজেই— হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়, যার আগুনের তাপে আজও আমরা ঝলসে যাচ্ছি।

অন্যদিকে ভারতবর্ষে মূলত তরবারির সাহায্যে ইসলামীকরণ না হলেও, পশ্চিম এশিয়ার রুক্ষ মাটি থেকে যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠা ইসলাম সংস্কৃতির সাথে জড়িয়ে গিয়েছে আগ্রাসী এক ধর্মীয় সাম্রাজ্য বিস্তারের মন। অন্যান্য ধর্মে যা তেমন ভাবে ছিল না। আর সেখান থেকেই উঠে আসে এই দর্শন— 'কাফেরকে হত্যা করলে বেহেস্ত লাভ'। রবীন্দ্রনাথ সহ আমাদের অনেক মনীষিই হয়তো সংহতি আর সম্প্রীতির লক্ষ্যেই কোরানে শান্তির বাণী খুঁজে পেয়েছিলেন। কিন্তু কোরানের যে দর্শন, শান্তির বাণী তার পরিধি মাত্র, ভর কেন্দ্র হল নারীর প্রতি আর অন্য ধর্মের প্রতি আগ্রাসন, ঠিক যেমন বেদ-উপনিষদের বাণীকে পায়ের নিচে রেখে বর্ণাশ্রমের ঘোড়ার পিঠে চেপে মনুসংহিতা ঘৃণা, হিংসা ও ক্ষমতার পথে ছুটেছে। যুগযুগান্তর বাহিত সেই আগ্রাসন বহন করেছে সাধারণ মানুষ নয়, উপরমহলের প্রভাবশালী শ্রেণি। সেখান থেকেই ক্ষমতার স্বাদ, ঘৃণা ও প্রতিযোগিতা নামিয়ে আনা হয়েছে মিলেমিশে থাকা সাধারণ শ্রমিক, কৃষক ও দরিদ্র মানুষের উপর, যাদের জীবনে আল্লা বা ভগবান তেমন প্রাসঙ্গিকই ছিলনা।

ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মে অন্ত্যজদের প্রতি উচ্চবর্ণের যে ঘৃণা, মুসলিম সম্প্রদায়কে ম্লেচ্ছ ও অছ্যুত জ্ঞান করা, গরীব মুসলিম কৃষকের প্রতি হিন্দু জমিদারের নিপীড়নের পটভূমিতে মাথা তুলছিল কৃষক বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ। অন্যদিকে বৃটিশের বিরুদ্ধে সিপাহী বিদ্রোহ, নৌ বিদ্রোহ - সেখানে হিন্দু-মুসলিম ভেদ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গিয়ে নিপীড়িতের ঐক্য গড়ে উঠেছিল। সেইসব বিদ্রোহ আন্দোলনগুলির সমন্বয়ে ভারতব্যাপী স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে উঠতে পারল না কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবীদের আবেদন-নিবেদনের আন্দোলনের পেছনে পড়ে গিয়ে। মধ্যবিত্তের আন্দোলনে গতির তীব্রতার অভাবে নেতৃত্বে হিন্দু না মুসলিম, সেটিই প্রধান হয়ে উঠল। বৃটিশের তৈরি বিভাজনকে কাজে লাগিয়ে হিন্দু মহাসভা ও মুসলীম লীগ নেতৃত্ব দখলে নেমে পড়ল। প্রকৃত স্বাধীনতা আন্দোলন পিছনে চলেগেল, বৃটিশ আর প্রধান শত্রু রইল না। হিন্দু-মুসলিম পারস্পরিক শত্রুতা প্রধান হয়ে উঠে ঘটে গেল ৪৬-এর দাঙ্গা। উপর থেকে নামিয়ে আনা দাঙ্গায় জড়িয়ে লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষই শবদেহে পরিণত হল।

—সম্পাদক।

ইঁদুরদের জন্য কয়েক লাইন

অবশেষ দাস

ওরা আঙুল তুলতে পারে।
ওরা পথ দেখাতে পারে না।
দীর্ঘ আরোগ্যের জন্যে ওরা ভাবনা শূন্য।
ওরা ল্যাংটো হয়ে অন্ধকার প্রদক্ষিণ করে
রাজকীয় জৌলুস হয়ে মানুষের চোখের আয়নায়
পড়তে চায় মহাপুরুষ হয়ে ওঠার কৌশল!

ওরা কুষ্ঠ দেখে একদিন পালিয়েছিল।
যক্ষ্মা ওদের দেশান্তরিত করেছিল।
ধর্মে বরাবর উন্মাদ!

ওরা ধর্ম দেখতে পায়।
মানুষ দেখতে পায় না।
ওরা আঙুল তুলতে পারে।
বুকের কুয়োতে ফুটে থাকা
কাঁটা তুলতে অপারগ।

ওরা ঘর বাঁধে ইঁদুরের জন্যে
আরশোলা, টিকটিকি, মাকড়সার জন্যে
মানুষের জন্যে ওরা গড়ে তোলে কাঁটা দেওয়া সীমান্ত।

ওরা দেবতার মূর্তি গড়ে অবিকল মানুষের মতো
অথচ, মানুষের মধ্যে সর্বস্বান্ত ঈশ্বর
খুঁজে পাওয়ার মুরোদ নেই।

মানুষের মতো পারিজাত সুন্দর কিছু হয় না।
অথচ ওদের হাতে প্রতিদিন
যত স্বপ্ন, সদিচ্ছা ও সত্য রক্তাক্ত হয়।
ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই
পৃথিবীর প্রতিটি সকাল ভয়ঙ্কর লাশ হয়ে ওঠে।

ওরা বিষাক্ত আঙুল তুলতে জানে।
নির্লজ্জ ধর্মের হাত ধরে
সাজা বৈষ্ণব হতে বেশ পটু।
কিংবা আরও বিচিত্র কিছু
হৃদয়ে হৃদয় দিয়ে নব বসন্তের ফুল হতে জানে না।
আলোছায়া পথ ধরে রেশমের শাড়ি হতে জানে না।

সবকিছু মাড়িয়ে আমরা তো হতে পারি
অলৌকিক পদ্যের মাধুরী, অরণ্যজ্যোৎস্না
বেঁচে থাকার নির্ভুল কৌশল ও সূর্যের হুঁশিয়ারি।

অলংকরণ : **নিয়াজ মাখদুম**

নিরন্তর • সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতি বিষয়ক চতুর্মাসিক • ১৩ বর্ষ ২য় সংখ্যা • মে ২০২৩ • ISSN 2278-7445

আমি জানি এই ধ্বংসের দায়ভাগে
আমরা দুজনে সমান অংশীদার;
অপরে পাওনা আদায় করেছে আগে,
আমাদের পরে দেনা শোধবার ভার।

— সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

"কাক ডাকে
রোদে পোড়া উদ্বিগ্ন মুখের কালো শব্দ
বাংলায় বিহারে গড় মুক্তেশ্বরে
বিকলাঙ্গ লাশ কাঁধে
লোক চলে গোর স্থানে
কিংবা পোড়াবার ঘাটে।
মৃত্যু হয়তো মিতালি আনে
ভবলীলা সাঙ্গ হলে সবাই সমান
বিহারের হিন্দু নোয়াখালির মুসলমান
নোয়াখালির হিন্দু আর বিহারের মুসলমান।"

— সমর সেন

তটিনী দত্ত কর্তৃক বি-৪/২৮৬, কল্যাণী, নদিয়া থেকে প্রকাশিত ইমেল : nirantar.kalyani@gmail.com

প্রাপ্তিস্থান ঃ
কলকাতা : • পাতিরাম • ধ্যানবিন্দু • পাভলভ ইনস্ট, ৯৮ মহত্মা গান্ধী রোড • সুনীলদার স্টল, বিধাননগর স্টেশন • প্রগ্রেসিভ বুকস্টল, রাসবিহারী মোড়
• মন্টু বুকস্টল, গোলপার্ক মোড় • কুণ্ডু বুকস্টল, যাদবপুর ৮বি বাসস্ট্যান্ড • প্ল্যাটফর্ম • ইতিকথা বইঘর
মফস্‌সল : • মানব সংবেদ, কল্যাণী • শ্যামা বুকস্টল, হালিসহর স্টেশন • সরস্বতী বুকস্টল, নৈহাটি • রবির বুকস্টল, কল্যাণী স্টেশন
• শম্ভুর পেপার স্টল, ২ নং বাজার কল্যাণী • বর্ণলিপি, চাকদহ স্টেশন • কৃষ্ণনগর স্টেশন বুকস্টল (১নং) • বিদ্যার্থী ভবন, খাদিনা মোড়, চুঁচুড়া

মূল্য ৬০ টাকা